ইউনিট ৯

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা : প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
[Governance of Higher Education : Administration and Management]

ভূমিকা

উচ্চ শিক্ষা তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী কলেজসমূহে। নির্ধারিত আইন ও বিধি অনুসারে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ আওতায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রশাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা আইন রয়েছে। এই আইনই উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়ামক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্ব স্ব আইন থাকলেও পরিচালনার নিয়ম নীতিতে সাধারণ মিল রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৯২ সনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। তাছাড়া একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যসম্পাদনের জন্য চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে স্ট্যাটিউট প্রণয়ন করার ক্ষমতা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রয়েছে। ডিগ্রী কলেজগুলো একাডেমিক কাজের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। তবে প্রশাসন ও অর্থায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই ইউনিটে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয় নিচের কয়েকটি পাঠে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

পাঠ - ৯.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ - ৯.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ - ৯.৩ ডিগ্রী কলেজ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

পাঠ - ৯.৪ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় কতিপয় কর্তৃপক্ষ

পাঠ ৯.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারবেন;
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষগুলোর প্রধান কাজ বলতে পারবেন এবং
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপনা করতে পারবেন।

প্রশাসনিক কাঠামো

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৩ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত হয়। এদের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকান্ড কতকগুলো অঙ্গের যেমন কোর্ট, নির্বাহী পরিষদ (Executive Council), একাডেমিক পরিষদ, বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হত।

শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিভিন্ন সিলেকশন বোর্ড ও কমিটি কর্তৃক বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমে করা হত। এমনকি উপাচার্যকেও নির্বাহী পরিষদের সুপারিশে চ্যান্সেলর নিয়োগ করতেন।

তবে পাকিস্তান আমলে আইন পরিবর্তন করে ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি চ্যান্সেলারের হাতে নেয়া হয়। পরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এভাবেই স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসমূহ প্রণয়নের পূর্বে সরকার বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের সভাপতি মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান ও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬২ সনে আলাদা আলাদা আইন প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। এদের সিনেট নেই তবে অন্যান্য অঙ্গগুলো রয়েছে। চ্যান্সেলর সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। এরপর বর্তমান সময় পর্যন্ত আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাঠামো ও বিন্যাসে সাধারণ মিল রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থার সিনেট, সিন্ডিকেট, ফাইনান্স কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল, কারিকুলাম এন্ড সিলেবাস কমিটিসমূহ, বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিস, সিলেকশন বোর্ড/ কমিটি ইত্যাদি রয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন অনুসারে এই সমস্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদিত হয়। প্রধান কয়েকটি কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ
সিনেট

সিনেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃপক্ষ। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর- এই চারটি পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট রয়েছে। ১৯৭৩ সালের আদেশ ও আইনে সিনেটের গঠন ও ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। পদাধিকার হিসাবে সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, ছাত্র প্রতিনিধি, বিভিন্ন কেটেগরির মনোনীত সদস্য নিয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট গঠিত হয়। তবে সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধিত্বই বেশি। প্রচলিত আইন অনুসারে সিনেটের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

১. সিন্ডিকেটের প্রস্তাব অনুসারে স্টেটিউট সংবিধি অনুমোদন ও সংশোধন এবং বাতিল করা;

২. সিন্ডিকেট কর্তৃক উস্থাপিত বার্ষিক রিপোর্ট, বার্ষিক হিসাব, আর্থিক প্রাক্কলন বিবেচনা ও অনুমোদন করা এবং

৩. আইন বা সংবিধি দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করা।

উল্লেখ্য শোষোক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বলে সিনেট চ্যান্সেলার এর অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রার্থী থেকে নির্বাচন করে তিনজনের নামের তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। সিনেটের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সিনেটের অধিবেশন বছরে একবার বসে।

সিন্ডিকেট

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ পরিষদ।কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের আকার বড়, কয়েকটির ছোট। প্রথমোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সতের জন সদস্য নিয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হয়; অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট অল্পসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। পদাধিকার হিসাবে সদস্য, বিভিন্ন কেটেগরি থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী সংস্থা হিসাবে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্রিয়াকলাপ, আর্থিক বিষয়াদি, সাধারণ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে।

একাডেমিক কাউন্সিল

একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান একাডেমিক সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি ও রেগুলেশনের বিধান অনুসারে এই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল একাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, একাডেমিক বর্ষসূচি ও তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মান নির্ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব পালন করে। এসব বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা পালন করে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দান করে। পদাধিকার হিসাবে সদস্য, বিভিন্ন কেটাগরির নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়।

আরো কতিপয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাজের দায়িত্ব পালন করে। এর প্রধান কয়েকটি হল: অনুষদ, কোর্স কমিটি, বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিস, অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, শৃঙ্খলা বোর্ড সিলেকশন বোর্ড/কমিটি ইত্যাদি।

কর্মকর্তা

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আইন/অর্ডার অনুসারে অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন। এদের মধ্যে চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, ডীন, প্রভোস্ট, বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থগারিক, ইনিস্টিটিউটের পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রমুখ প্রধান। চ্যান্সেলর ও ভাইস-চ্যান্সেলারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল:

চ্যান্সেলর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন চ্যান্সেলর। আইন অনুসারে তিনি কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সিনেটের সুপারিশকৃত তিন নাম বিশিষ্ট প্যানেল থেকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চ্যান্সেলর সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডার/স্টেটিউট অনুসারে অর্পিত অন্যান্য ক্ষমতা পালন করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর

ভাইস চ্যান্সেলর হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো গুরুত্বপূর্ণ কমিটি বা বোর্ডের সভাপতিও তিনি।

চ্যান্সেলর কর্তৃক ভাইস চ্যান্সেলর চার বছরের জন্য নিয়োগ লাভ করেন। তবে একই ব্যক্তি দু'দফায় চার বছরের জন্য নিয়োগ পেতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অধিভুক্ত কলেজের সার্বিক কাজ তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ভাইস চ্যান্সেলরের রয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরকারের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। তিনিই একমাত্র কর্মকর্তা যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমের সাথে পরিচিত এবং সব কাজের সাম্প্রতিক খবর রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সাথে সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন করেন। সার্বিকভাবে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনে তিনি সর্বোত্তম ক্ষমতার অধিকারী সমাজের দৃষ্টিতেও ভাইস চ্যান্সেলর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত। তিনি বৃহত্তর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি ও ভাবমূর্তি তুলে ধরেন।

সম্প্রতিকালে ভাইস চ্যান্সেলরের ভূমিকা অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে দেশে বিদেশে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা অনুসারে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত করতে পারেন; শিক্ষার মান উন্নয়ন, নতুন বিভাগ বা শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে পারেন; গবেষণা কর্মের সম্প্রসারণ করতে পারেন। সুযোগ্য দক্ষ কৌশল ব্যক্তির নেতৃত্বে এসব কাজ সম্পাদন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?
   ক. স্বায়ত্তশাসিত
   খ. সরকারের নিয়ন্ত্রিত
   গ. আধা স্বায়ত্তশাসিত
   ঘ. উপরের সবকয়টি সঠিক

২. সিনেটের ক্ষমতা ও দায়িত্বের বহির্ভূত কোনটি?
   ক. ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরি করা
   খ. প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা
   গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রাক্কলন বিবেচনা করা
   ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন করা

৩. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কোনটি?
   ক. সিনেট
   খ. অনুষদ
   গ. সিন্ডিকেট
   ঘ. নির্বাচনী বোর্ড

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাজের দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষের?
   ক. সিনেট
   খ. বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিস
   গ. সিন্ডিকেট
   ঘ. একাডেমিক কাউন্সিল

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে?
   ক. ভাইস চ্যান্সেলার
   খ. চ্যান্সেলার
   গ. প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার
   ঘ. রেজিস্ট্রার

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাইস চ্যান্সেলার-এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিরূপ? সংক্ষেপে লিখুন।

২. সিনেটের কার্যাবলি লিখুন।

৩. সিন্ডিকেট কি কি কার্য সম্পাদন করে?

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক।

পাঠ ৯.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উৎস সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন;
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান কর্মকর্তার নাম ও দায়িত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর মঞ্জুরী কমিশনের কর্তৃত্ব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সনদপত্র অর্জনের শর্তাবলি পূরণ করার সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদান করলেই সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার সনদ বা অনুমতি সরকার থেকে লাভ করে। হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক দ্বারা তদন্তের ভিত্তিতে চ্যান্সেলার প্রয়োজনবোধে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করতে পারেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন ও এগুলোর কাজ পরিবীক্ষণ করার ক্ষমতা মঞ্জুরী কমিশনের রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে (১৯৯২ সনের আইন ও ১৯৯৮ সনে এর সংশোধনী) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিশদ আলোচনা করা হয়নি। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যে সব কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা সংযুক্ত আইনে শুধু তাদের কথা উলে- খ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য সারণি ১০।

সারণি-১০: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষও কর্মকর্তাবৃন্দ

	কর্তৃপক্ষ		কর্মকর্তা
ক)	অনুন্য ৯ সদস্যের সিন্ডিকেট, পরিচালনা পরিষদ, রিজেন্সি কাউন্সিল অথবা ট্রাস্টি বোর্ড।	ক)	চ্যান্সেল র
খ)	অনূন্য ৯ সদস্যের একাডেমিক কাউন্সিল।	খ)	ভাইস চ্যান্সেলর/রেক্টর
গ)	অনুষদ বা স্কুল অব স্টাডিস।	গ)	প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর/ভাইস রেক্টর
ঘ)	অনূন্য ৫ সদস্যের ফাইনান্স কমিটি।	ঘ)	ট্রেজারার
ঙ)	অনূন্য ৫ সদস্যের সিলেকশান কমিটি।	ঙ)	রেজিস্ট্রার
		চ)	ডীন
		ছ)	বিভাগীয় প্রধান
		জ)	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

উৎস: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালের সংশোধিত আইন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চ্যান্সেলারের অনুমতি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে আরো নতুন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করতে পারে। আইনে আরো বলা হয়েছে শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রশাসনে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে সিন্ডিকেট/পরিচালনা পরিষদ/রিজেন্সি কাউন্সিল/ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে হবে। অধিকন্তু একাডেমিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনবোধে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়ন করতে পারে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনার সাদৃশ্য রয়েছে; তবে কর্তৃপক্ষগুলো গঠনে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে সিন্ডিকেট, পরিচালনা পরিষদ, রিজেন্সি কাউন্সিল, ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব পালন করে। আইনের বিধান অনুসারে শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রশাসনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে।

ন্যূনতম পক্ষে ৯ জন সদস্য নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হবে। কাউন্সিলের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে অগ্রগামি কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করেছে, তবে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এইভাবে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করতে পারেনি।

কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নর্থ সাউথ, ইন্ডিপেনডেন্ট ও ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেকাল্টি/স্কুল অব স্টাডিস সঠিকভাবে গঠিত হয়েছে।

সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইনান্স কমিটি আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়।

শিক্ষক নিয়োগের জন্য সিলেকশান কমিটি গঠন করা হয়। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সিলেকশান কমিটি গঠন করে। কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি আন্তর্জাতিকভাবে দেওয়া হয় এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাছাই করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কর্মকর্তাদের পদ রয়েছে। তবে নিয়োগের পদ্ধতি ভিন্ন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট হলেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সুপারিশ অনুসারে চ্যান্সেলার চার বছরের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর/রেক্টর নিয়োগ করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন ভাইস চ্যান্সেলর/রেক্টর।

চ্যান্সেলার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সুপারিশ অনুসারে চার বছরের জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর/ভাইস রেক্টর নিয়োগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর/রেক্টর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুসারে প্রো ভাইস চ্যান্সেলর/ভাইস রেক্টর দায়িত্ব পালন করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার সুপারিশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার নিয়োগ করেন চ্যান্সেলর। চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হিসাব কাজের তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের শর্ত অনুসারে চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার/বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করেন। অনুষদের ডীন নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠাতাগণের নাম প্রস্তাব করেন। অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগীয় চেয়ারপারসনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে তখন সেই নির্বাচিত প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করার জন্য চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে?
   ক. সনদ প্রদানের সুপারিশ করা
   খ. পরিদর্শন করা
   গ. পরিবীক্ষণ করা
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. কোন কর্তৃপক্ষটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই?
   ক. সিনেট
   খ. সিন্ডিকেট
   গ. একাডেমিক কাউন্সিল
   ঘ. অনুষদ

৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলার কে?
   ক. শিক্ষামন্ত্রী
   খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত ব্যক্তি
   গ. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট
   ঘ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গঠন বা কর্মকর্তা নিয়োগের কাজে প্রধান ভূমিকা কে পালন করে?
   ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   খ. প্রতিষ্ঠাতাগণ
   গ. মঞ্জুরী কমিশন
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা আছেন তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এসব কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর : অ) ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ।

পাঠ ৯.৩ *ডিগ্রী কলেজ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ডিগ্রী কলেজ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বহিঃকর্তৃপক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে পারবেন;
- ডিগ্রী কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনা করতে পারবেন এবং
- কলেজ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

বহিঃস্থ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

ডিগ্রী কলেজ সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বহিঃস্থ কর্তৃপক্ষ হিসাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক বদলি, পদোন্নতি ও অর্থায়নে সরকারি কলেজগুলো মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্বাচন ও বাছাই এর কাজ সরকারি কর্ম কমিশনের দায়িত্ব। এর পরবর্তী শিক্ষকের চাকুরি সংক্রান্ত সকল কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অঙ্গ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রী কলেজের আর্থিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয়ভারের এক বৃহৎ অংশ সরকার বহন করে। এই অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর কলেজসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান করে। তাছাড়া কলেজের সঠিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের দায়িত্বও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ

ডিগ্রী কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংবিধি ও রেগুলেশনের শর্তাবলী পূরণ করে কলেজ অধিভুক্তি লাভ করে। কলেজসমূহের বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন, ছাত্র রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি পরীক্ষার কাজ পরিদর্শন, পরীক্ষা ফল প্রকাশ, ডিগ্রী প্রদান, শিক্ষক নির্বাচন (বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে) নতুন কোর্স খোলা বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

উলে-খ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে সিন্ডিকেট কোন কলেজকে যে সকল বিষয় ও যে পর্যায়ের শিক্ষাদানের ক্ষমতা প্রদান করে কলেজ সে বিষয় ও সে পর্যায়ের শিক্ষাদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোন কলেজ কোন পর্যায়ের কোর্স শিক্ষাদান করতে পারেনা।

অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে গভর্নিং বডিতে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। উভয় প্রকার কলেজে নিয়মিতভাবে গঠিত গভনির্ং বডি থাকবে। পদাধিকার হিসাবে সদস্য, বিভিন্ন কেটাগরি থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে গভর্নিং বডি গঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই বডির কার্যকাল তিন বছর। অধ্যক্ষ গভর্নিং বডির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি, রেগুলেশন অনুসারে অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি কলেজ পরিচালনা ও তদারকি করে, লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করে, শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাছাড়া সংবিধি ও রেগুলেশনে প্রদত্ত অন্যান্য সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব এই বডি পালন করে। শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগে বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডির ক্ষমতা রয়েছে।

সরকারি কলেজের গভর্নিং বডি সরকারের নিয়ম ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও নির্দেশ অনুসারে সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষকে পরামর্শ দেয়, অধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত লেখাপড়ার অগ্রগতি প্রতিবেদন বিবেচনা করে, কলেজের উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে, অধ্যক্ষের অনুরোধে কোন সমস্যা বিবেচনা করে ও সমাধানে সহায়তা করে।

কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি আইন অনুসারে নিয়মিত প্রশাসন পরিচালনা করেন। তিনি কলেজের তহবিল, সম্পত্তি ও রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; খসড়া বাজেট ও ছুটির তালিকা প্রণয়ন করেন; শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং গভর্নিং বডির সভায় পেশ করেন এবং কলেজের সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিষয় গভর্নিং বডির গোচরীভূত করেন। উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ এ সকল কাজে তাঁকে সহায়তা করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি করেন। কলেজের দৈনন্দিন প্রশাসনে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ সহযোগী হয়ে কাজ করেন। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের নিয়ম অনুসারে কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন হয়।

সমস্যা

কলেজগুলো পরিচালনায় নানা সমস্যা দেখা যায়। এইগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন প্রশাসনিক আর্থিক, অবকাঠামোগত, একাডেমিক, পরীক্ষা সংক্রান্ত ও সামাজিক সমস্যা।

কলেজের গভর্নিং বডি অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন যার ফলে শিক্ষার স্বার্থ ও কলেজ উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। কলেজ ব্যবস্থাপনায় অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নাই। শিক্ষা বিভাগের সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব, অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সদস্য এবং অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মধ্যে সমঝোতার অভাব, কলেজের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি; শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব, অবৈধ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে কলেজ পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতার জন্য কলেজের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি যেমন- প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বাসস্থান, হোস্টেল, খেলাধুলার মাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা অনেক কলেজে সম্ভব হয়নি। শিক্ষকের অভাব ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাধান ও মনিটরিং এর অনুপস্থিতি - এসব কারণে কলেজে একাডেমিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষায় অসাধুতা, নকল এইসবকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয় অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষকে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কলেজ প্রশাসনে কর্তৃত্ব করার প্রবণতা দলীয় রাজনীতির প্রভাব, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী, অভিভাবকদের সাথে কলেজের যোগসূত্রের অভাবের ফলেও কলেজ পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি করে।

কলেজের সমস্যা সমাধানের জন্য অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ গভর্নিং বডির সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যে সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারেন। যে সকল সমস্যা গভর্নিং বডির আওতার বাইরে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট হতে পারেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অনেক সমস্যা সমাধান সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সরকারি কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষের?
   ক. সরকারি কর্ম কমিশন
   খ. গভর্নিং বডি
   গ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
   ঘ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২. পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর কি দায়িত্ব পালন করেন?
   ক. কলেজসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান
   খ. কলেজসমূহের ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান
   গ. কলেজসমূহের একাডেমিক কাজের তত্ত্বাবধান
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৩. ডিগ্রী কলেগুলোর একাডেমিক কাজ কিভাবে পরিচালিত হয়?
   ক. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে
   খ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুসারে
   গ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন অনুসারে
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৪. অধ্যক্ষ কলেজ গভর্নিং বডির কিরূপ দায়িত্ব পালন করেন?
   ক. সদস্য সচিব
   খ. সচিব
   গ. সভাপতি
   ঘ. সদস্য

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি কলেজের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কি সম্পর্ক রয়েছে - বর্ণনা করুন।
২. ডিগ্রী কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয় - ব্যাখ্যা করুন।
৩. ডিগ্রী কলেজের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যে সমস্যা দেখা যায় তা সংক্ষেপে লিখুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ক।

পাঠ ৯.৪ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় কতিপয় কর্তৃপক্ষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের প্রধান কাজ উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হয়। শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে চ্যান্সেলারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ/আইন প্রণয়নের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর সম্পর্ক সীমিত হয়ে এসেছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কয়েকটি কর্তৃপক্ষের (শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে) মনোনীত প্রতিনিধি সদস্য প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান বা কর্তৃত্ব করার সুযোগ লাভ করে। সিনেট, সিন্ডিকেট এবং অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নির্বাচনের জন্য গঠিত সিলেকশন বোর্ডে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মনোনীত সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। অধিকন্তু শিক্ষা মন্ত্রণায়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য আলাদা একটি সেল বা বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। এই উচ্চ শিক্ষা বিভাগ গঠনের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ সুনির্দিষ্ট হয়েছে।অধিকন্তু এই বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলারের সেক্রেটারিয়েট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে।

মঞ্জুরী কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির এক আদেশে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আদেশ অনুসারে কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

খ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করা;

গ. সরকারের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করা;

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা;

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরীক্ষার পর সুপারিশ পেশ করা;

চ. বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা;

ছ. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা।

জ. কলেজসমূহকে বিশেষ ডিগ্রী মঞ্জুরীর ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দান করা;

ঝ. সরকার কিংবা কোন আইন বলে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করা এবং

ঞ. প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে কোন কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা নিরূপণের জন্য কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞ দল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন এবং কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ১৯৭৩ সালের আদেশ অনুসারে সরাসরি কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ করে থাকে।

মঞ্জুরী কমিশনের দীর্ঘ কার্যকালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশে কমিশনকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ/আইনসমূহের বহুক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার অভাব আছে। ফলে কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার বিষয়ে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছে। সেই সাথে সংযুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি। বিশ্ববিদ্যলয়সমূহ তাদের বাজেটের জন্য প্রায় পুরোপুরিভাবে সরকার তথা কমিশনের উপর নির্ভরশীল হয়েও আর্থিক বিধি বিধান ও শৃঙ্খলা পালন বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানের কারণে কমিশনকে ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে। তদুপরি অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকে মনে করেন মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণের প্রয়োজন। এসব অসামঞ্জস্যতা দূর করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের ইন্টার ইউনির্ভাসিটি বোর্ডের উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান।

এই পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের নিয়ে গঠিত। এই কমিটির সভা বছরে ৫/৬ বার বসে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের পূর্ণাঙ্গ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দু'জন সিনিয়র অধ্যাপক নিয়ে গঠিত। এই পূর্ণাঙ্গ পরিষদের সভা বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাধারণ সমস্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাধারণ নীতির বিষয়ে পরিষদে আলোচনা করা হয়। তবে এই পরিষদ Association of Commonwealth Universities নামে এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যলয়সমূহের সাথে কমনওয়েলথ দেশসমূহের বৃহত্তর একাডেমিক পরিমন্ডলে যোগসূত্র রক্ষা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা কি?
   ক. চ্যান্সেলরের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন
   খ. প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন
   গ. ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন
   ঘ. উপরের সবকয়টি সঠিক

২. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. প্রধানমন্ত্রীর আদেশবলে
   খ. রাষ্টপতির আদেশবলে
   গ. পার্লামেন্টের আইন দ্বারা
   ঘ. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
   ক. ১৯৮২ সালে
   খ. ১৯৭২ সালে
   গ. ১৯৬৩ সালে
   ঘ. ১৯৭৩ সালে

৪. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হয়?
   ক. ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়ে
   খ. প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়ে
   গ. সিনিয়র অধ্যাপকদের নিয়ে
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র কিভাবে স্থাপিত হয় - বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি দায়িত্ব পালন করে - উল্লেখ করুন।

৩. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের প্রধান কাজ কি - সনাক্ত করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ক।